

১৬টি চমৎকার ছাত্রদের জন্য ব্যবসা আইডিয়া

priyocareer.com/business-ideas-for-students/



অনেকেই চায় ছাত্র অবস্থায় টুকটাক ব্যবসা শুরু করতে। কিন্তু, ছাত্রদের জন্য ব্যবসা আইডিয়া সম্পর্কে অনেকের ধারণা থাকে না। কোন বিষয়ের উপর ব্যবসা শুরু করবে তা নিয়ে চিন্তিত থাকে। যেহেতু, ছাত্রজীবনে গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ পড়াশোনা। সুতরাং, পড়াশোনাকে ঠিক রেখেই সব কাজ করতে হয়।

ছাত্রজীবনে পড়াশোনার পাশাপাশি যে কাজটি আমাদের ছাত্রেরা সাধারণত করেন, তা হলো টিউশনি। এটা যেন সেই যুগ যুগ ধরেই চলে আসছে। তবে, একটা টিউশনি ম্যানেজ করা, সেটা ধরে রাখা অনেক চ্যালেঞ্জিং। তারপর আবার কোচিং সেন্টারগুলোর নিত্যনতুন বিজ্ঞাপন, অল্প খরচে অনেক বিষয় পড়ার সুযোগ এখন অনেক মা-বাবার কাছে টিউশনির প্রয়োজনীয়তা কমিয়ে দিয়েছে।

অন্যদিকে, অনেক ছাত্র-ছাত্রী চিন্তা করে এমন কিছু করার যেটা ভবিষ্যতে চাকরির বাজার কিংবা ব্যবসায়ের পথকে সুগম করবে। এজন্য অনেকে ছোট খাটো ব্যবসা শুরু করে। নিচের এই আর্টিকেলটিতে এমন কিছু ব্যবসায়ের আইডিয়া দেয়া হলো যা একজন তার ছাত্রবস্থায় শুরু করতে পারবে, আবার প্রয়োজনে ভবিষ্যতে বড়ও করতে পারবে।

ছাত্রদের জন্য ব্যবসা আইডিয়া টাইটেল দেখে, ছাত্রীদের রাগ করার কিছু নেই। ছাত্রীদের জন্য এইখানে বেশ কিছু আইডিয়া রয়েছে। আরও বেশি আইডিয়া পেতে মেয়েদের জন্য ঘরে বসে ব্যবসা করার ১০টি ব্যবসার আইডিয়া লেখাটি পড়তে পারেন।

ছাত্রদের জন্য ব্যবসা

এক নজরে সম্পূর্ণ লেখা দেখুন

১. বইয়ের দোকান

বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে ভার্চুয়ালিটি এবং মেডিকেলের বইয়ের দোকানগুলো মূলত নীলক্ষেত বা বাংলাবাজার কেন্দ্রিক। এই এলাকা থেকে দূরবর্তী স্থানের ছাত্রদের অনেক কষ্ট হয়ে যায় টেক্সট বইগুলো কেনাকাটা করতে। তাদের কথা মাথায় রেখেই অনলাইন বা অফলাইন ভিত্তিক বইয়ের দোকান দেয়া যায়।

এ ব্যবসার মালিক যদি ছাত্ররা হয়ে থাকে তাহলে, বইয়ের চাহিদা সম্পর্কে খুব ভালো জ্ঞান থাকবে তাদের। আবার ব্যবসা করতে গিয়ে বই বাজারের একটা সামগ্রিক ধারণাও পাবে। প্রথমিকভাবে ব্যবসাটি অনলাইনে ফেসবুক পেজের মাধ্যমে করতে পারেন কিংবা কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে ছোট দোকান দিয়ে বসতে পারেন।

২. ফুড কোর্ট

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাশে একটি ফুডকোর্ট, সেটা নিজের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে পারে, আবার এলাকার কোন প্রতিষ্ঠানও হতে পারে। আকারে ছোটো এই ফুডকোর্টগুলোতে সাধারণত বিকেলের স্ন্যাকস, কিংবা দুপুরের হাল্কা পাতলা লাঞ্চ বিক্রি হয়।

ভার্চুয়ালিটির ছাত্রদের দিয়ে চালিত হলে, খাবারের মান নিয়ে সন্দেহ থাকেনা। আবার ভালো মানের খাবার খুব দ্রুত ক্রেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে। ছাত্রদের জন্য ব্যবসা হিসাবে এটা বেশ লাভজনক একটি ব্যবসা।

৩. ক্রাফটিং

কোনো পেশা হিসেবে বেছে নিতে ক্রাফটিং এর জুড়ি নেই। অনেক ছেলেমেয়েরই শখ থাকে কাগজ কেটে ফুল পাখি বানানো। অনেকে ক্রাফটিং এর মাধ্যমে বিভিন্ন ডেকোরেশন আইটেম বানাতে পারে। আমার এক ছাত্রীকে দেখতাম কাগজ কেটে খুব সুন্দর কাজ করত।

জন্মদিন, বিয়ের অনুষ্ঠানে এগুলোর ভালো চাহিদা আছে। আমি আসলে আমার আর কোনো ছাত্রছাত্রীদের মাঝেই এই ইউনিক গুণটি দেখিনি। বাজার বিবেচনায়, কাজটির যথেষ্ট চাহিদা আছে আমাদের মার্কেটপ্লেসে। ছাত্রদের জন্য ব্যবসা তালিকাতে ছাত্রীদের জন্য এই ব্যবসা আইডিয়াটি। তবে, ছাত্ররাও চাইলে এই ব্যবসাটি করতে পারবে।

৩. ভিডিও এডিটিং

ইউটিউবিং এর যুগে ভিডিও এডিটিং খুবই প্রয়োজনীয় একটা বিষয়। যত ভালো এডিটিং হয়, ভিডিওর আকর্ষণ তত বাড়ে। তাছাড়া, ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানিতে এই কাজের যথেষ্ট চাহিদা আছে।

প্রথমিকভাবে কাজ পাওয়ার সবচেয়ে সহজ উপায় হলো আপনি বিভিন্ন ইউটিউব চ্যানেলের মালিকদের মেইল কিংবা ফোন করে আপনার কাজের সেম্পল পাঠাতে পারেন। আপনার কাজ তাদের ভাল লাগলে, তাদের চ্যানেলেও কাজ করার সুযোগ পাবেন।

৪. কন্টেন্ট রাইটিং

ছাত্রদের জন্য ব্যবসা হিসাবে কন্টেন্ট রাইটিং অ্যাজেন্সি বা ব্যবসা করাটা বেশ লাভজনক। লেখার সময় ভাষাগত দক্ষতা, উপযুক্ত শব্দচয়ন, সাবলীল উপস্থাপন এসবকিছুই একজন কন্টেন্ট রাইটারের যোগ্যতা। বর্তমান সময়ে অনেক অনলাইন এবং অফলাইন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ভালো কন্টেন্ট রাইটার খোজে তাদের প্রডাক্ট বা সার্ভিসকে লেখনীর মাধ্যমে ক্রেতার সামনে তুলে ধরার জন্য।

আবার অনেক দেশি বিদেশি ওয়েবসাইট আছে যারা লেখক খোঁজে তাদের সাইটটিকে টিকিয়ে রাখার জন্য। এটি আসলে একটি বিশাল প্রতিযোগিতার জগৎ। এই জগতে ভালো করতে হলে, নিজেকে টিকিয়ে রাখতে হলে প্রেকটিস এর বিকল্প নাই।

কন্টেন্ট লিখে আয় করার ওয়েবসাইট:

- [Upwork](#)
- [freelancer](#)
- [Contena](#)
- [FlexJobs](#)
- [Freelance Writing Jobs \(FWJ\)](#)
- [Textbroker](#)
- [ProBlogger job board](#)

৫. গ্রাফিক্স ডিজাইন

গ্রাফিক্স ডিজাইন অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ শাখার মধ্যে এটি একটি। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান তাদের প্রোগ্রামের জন্য পোস্টার, ফ্লাইয়ার বানিয়ে নেয়। আবার বিদেশি কোম্পানি গুলো আমাদের দেশ থেকে পোস্টার, ফ্লাইয়ার, ক্রশিয়ার অর্ডার করে।

আপনি যদি এই ফিল্ডে নিজেকে যোগ্য করতে চান, তাহলে কাজ শেখার বিকল্প নেই। রুচিসম্মত এবং আপডেট নলেজের মাধ্যমে যে কেউ সহজেই পোস্টার, ফ্লাইয়ার এবং ব্রোশের এর ডিজাইনার হতে পারে।

৬. একাডেমিক রাইটিং

ছাত্রজীবনে একাডেমিক রাইটিং এর মাধ্যমেও আয় করার সুযোগ আছে। একাডেমিক রাইটিং এর ভেতর সিডি রাইটিং, বিদেশ গমনিচ্ছু ছাত্রদের জন্য কাস্টোমাইজড ডকুমেন্টস প্রিপারেশন ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত।

Related: [অনলাইনে সিডি তৈরি করার নিয়ম।](#)

এছাড়াও, এসাইনমেন্ট লিখে দেয়া, রিসার্চ এর কাছে সাহায্য করাও এ বিষয়ের আওতাধীন। তবে, যে বিষয়টিই নিয়েই লেখা হোক না কেন, ইংরেজির দখল পোক্ত না হলে কাজ পাওয়া বা করা নিতান্তই অসম্ভব।

৭. অনলাইন টিউশন



ছাত্রদের জন্য ব্যবসা

করোনা প্রাক্কালে অনেক প্রতিষ্ঠানই অনলাইনে টিউশন দিচ্ছে। স্কুল, কলেজই শুধু নয় ডাসিটির কিছু ক্রিটিকাল বিষয়ও এই টিউশনিতে সলভ করা হয়। চাকরিজীবীদের জন্য প্রফেশনাল কোর্সও কিছু প্রতিষ্ঠান দিয়ে যাচ্ছে, তবে এদের সংখ্যা বেশি নয়। এছাড়া, অনলাইনে কোর্সও বিক্রি করার সুযোগ রয়েছে।

অনলাইনে কোর্স বিক্রি করার ওয়েবসাইট:

- [Youtube](#)
- [bohubrihi](#)
- [learningbangladesh](#)
- [instructory](#)
- [repto](#)
- [msbacademy](#)

৮. নিউজ রাইটার

অনেক সংবাদপত্র, অনলাইন অফলাইন, যেকোনোটাই হতে পারে, ছাত্রদেরকে ক্যাম্পাস সংবাদাতা হিসেবে নিয়োগ দেয়। লেখালেখির দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা থাকলে এ ধরনের কাজ করা যায়। আবার কয়েকজন বন্ধু মিলে ক্যাম্পাস সংবাদপত্র খুলে ফেলা যায়, যেখানে স্থান পাবে ক্যাম্পাসের ছোট বড় ঘটনা।

৯. ই কমার্স কেনাবেচা

এখন তো ই কমার্স সাইট বেচাকেনার যথেষ্ট সুযোগ তৈরি হয়েছে, সেই সাথে প্রতিযোগিতা অনেক। তাই, ভালো মানের নিত্যনতুন পণ্য দিয়ে ই কমার্স সাইট খোলা যায়। তবে, যেকোনো ই কমার্স এর ক্ষেত্রেই প্রডাক্ট প্রমোশন অনেক জরুরি।

যেহেতু বাজারে প্রতিযোগিতা বেশি, এবং চায়না মার্কেটকে কেন্দ্র করে আমাদের এই বাজার গড়ে উঠেছে। তাই পণ্যের গুণগতমান ঠিক রেখে তা ক্রেতার সামনে তুলে ধরতে হবে। ছাত্রদের জন্য ব্যবসা হিসাবে ই কমার্স বেশ জনপ্রিয় ব্যবসা আইডিয়া।

১০. ব্লগ এবং ভলগ

এখনকার দিনে ব্লগ এবং ভলগ খুব পরিচিত এবং সমাদৃত দুটো বিষয়। ব্লগে কোন বিশেষ বিষয়বস্তু নিয়ে লেখা হয়, অন্যদিকে, ভলগে কোন বিশেষ বিষয়ে ভিডিও বানানো হয়, পাওয়া যায়।

বাগ্না বাগ্না, ঘর সাজানো, কেনাকাটা, টেইলরিং এমন কিছু নাই যেটা নিয়ে ব্লগ বা ভলগে কাজ করা যায়না। কোন বিষয়ে পারদর্শীতা এনে দিতে পারে ব্লগ বা ভলগ দিয়ে বাড়তি আয়ের সুযোগ।

১১. ফ্রিল্যান্সার

ফটোগ্রাফি, ভিডিও এডিটিং, পেইন্টিং, ব্লগিং এ ধরনের যেকোনো বিষয়ে ফ্রিল্যান্সিং এ কাজের সুযোগ আছে। ফ্রিল্যান্সিং এর মাধ্যমে শুধু দেশের ভেতরে নয়, দেশের বাইরেও কাজের সুযোগ আছে। ছাত্রদের জন্য ব্যবসা হিসাবে সবচেয়ে জনপ্রিয় ফ্রিল্যান্সিং। তবে, ফ্রিল্যান্সিং করার জন্য অবশ্যই স্কিল এবং কাজ করতে হবে।

১২. প্রফরিডিং

বড় বড় গবেষণা কাজের পর অনেকেসময় প্রফরিডিং এর দরকার পড়ে। লেখক এই কাজটি নিজে করতে পারলেও, একজন প্রফেশনাল প্রফরিডার কাজের মানকে অনেকাংশে বাড়িয়ে দেয়। ভাষাগত দক্ষতা এবং শাব্দিক প্রয়োগ এর জ্ঞান এক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ।

১৩. প্রডাক্ট বা সার্ভিস রিভিউয়ার

এখন যেহেতু মানুষ অনলাইনে কেনাকাটায় অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে, কেনাকাটায় বিশ্বাসের জায়গাটা দৃঢ় করতে অনেক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানই প্রডাক্ট বা সার্ভিস রিভিউয়ার খোজে।

যদি মনে করেন, বাজারে প্রচলিত রিভিউয়ারদের তুলনায় আপনি আরও ভালো কাজ করতে পারবেন, তাহলে নিজেই ই কমার্স সাইটগুলোর সাথে যোগাযোগ করে তাদের প্রডাক্ট নিয়ে রিভিউ তৈরি করতে পারেন।

১৪. স্টাডি মেটারিয়াল বিক্রি

আপনার একাডেমিক রেজাল্ট যদি ভালো হয়, কিংবা আপনি যদি ভালো ছাত্র হন। আপনার নোট করার কৌশল যদি অন্য অনেকের চায়ে আলাদা হয়, তাহলে আপনার স্টাডি মেটারিয়াল গুলো জুনিয়রদের কাছে বিক্রি করে সহজেই বাড়তি আয় করা যায়।

১৫. শিশু প্রতিপালন

যদিও বিষয়টি তুলনামূলক নতুন, কিন্তু বর্তমানে ব্যস্ত সময়ে এর চাহিদা প্রচুর রয়েছে বুঝাই যায়। সকালে মা বাবা দুজনে যখন কাজে বের হয়ে যায় তখন অনেক সময় বাধ্য হয়েই বাড়ির বুয়ার কাছে বাচ্চা রেখে যেতে হয়। এই বিষয়টি যে কত বড় ভয়ের কারণ হতে পারে, তা পেপার পত্রিকা খুললেই চোখে পড়ে। আবার অনেকে ডে কেয়ার সেন্টারে বাচ্চা রাখতে চাননা বিশ্বস্ততার অভাবে।

অন্যদিকে, ভালো ডে কেয়ারের সংখ্যা আমাদের দেশে অপ্রতুল। আপনি যদি একজন ডাসিটির ছাত্র বা ছাত্রী হয়ে থাকেন তাহলে দিনের ৫/৬ ঘণ্টা সহজেই একটা বাচ্চার বেড়ে উঠার পেছনে দিতে পারেন। আপনি যেহেতু একজন শিক্ষিত মানুষ আপনার কাজের কোয়ালিটি একজন হেল্পিং হেন্ড বা ডে কেয়ার সেন্টারের চেয়ে ভালো হবে।

১৬. ডেলিভারি সার্ভিস

অনলাইন ব্যবসায়ের এই দুনিয়ায় একটা ভালো ডেলিভারি সার্ভিস এর অনেক প্রয়োজন। পড়ালেখার ফাকে এই কাজটিও মন্দ না। কে জানে এ ধরনের কাজের অভিজ্ঞতা আপনাকে একসময় নিজের ডেলিভারি এজেন্সি খোলার স্বপ্ন এনে দিতে পারে।

উপসংহার

এই ছিল আজকে ছাত্রদের জন্য ব্যবসা আইডিয়া। সবশেষে এটাই বলতে চাই, আমরা যে কাজটি করি না কেন, সেটা যত ছোটো হোক না কেন, সময়ানুবর্তিতা, শৃঙ্খলা, ঐকান্তিক শ্রম, আর কাজের প্রতি ভালোবাসা সফলতা এনে দিতে বাধ্য।